দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 FEB 2015
পৃষ্ঠা - ৯ কলাম - ৬

লাইব্রেরির শুরুর কথা

মো. আব্দুল বাকী চৌধুরী নবাব

লাইব্রেরির গুরুত্ব নিয়ে রবি ঠাকুরের সেই অমোঘ কথা এখনও কানে ভেসে আসে। যাই বলুন না কেন লাইব্রেরি পদ্ধতি যদি প্রবর্তন না হতো, তাহলে বোধ হয় সভ্যতা এতদূর এগিয়ে আসতো কিনা তা অনেক মনীষী সংশয় পোষণ করে থাকেন। এদিকে জীব জগতে কেবল মানুষের মধ্যেই বিভিন্ন মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন ও প্রদান স্বভাজ বৈশিষ্ট্য (Co-herent Traits) এবং সেই প্রেক্ষাপটে আবার কেউ কেউ লাইব্রেরিকে জ্ঞানের বিনিময় কেন্দ্র হিসেবে কোটি কোটি ব্যাংক বলে অভিহিত করে থাকেন। কম্পিউটারের দর্শন অনুযায়ী বই হলো সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যাসকৃতি হার্ডকপি। আর প্রোগ্রাম হলো, সফ্‌ট কপি। তাই এখন অনেকে বলে থাকেন যে, সফ্‌ট কপি তো আছেই, হার্ড কপি হিসেবে এ বড় বড় ঝঞ্ঝাল কেন? মাউস ঘুরালেই তো সেকেন্ডের মধ্যেই সবকিছু পাওয়া যায়। কিন্তু মুখে বললে তো হলো না, এতে অনেক বাস্তব সমস্যা আছে, যা একটু চিন্তা করলে বুঝা যায়। যদিও এটি লাইব্রেরির লেটেস্ট সংস্করণ। তথাপিও প্রচলিত এই লাইব্রেরি-পদ্ধতির তেমন বিকল্প আছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। যাহোক লাইব্রেরি-পদ্ধতি তো এখন সূত্রপাত হয়নি। এটি প্রবর্তিত হয়েছে প্রায় চার হাজার বছর আগে বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের আসিরীয় এলাকার ছোট ছোট রাজ্যে, সেখানকার জ্ঞানপিপাসু রাজাগণ সর্বপ্রথম এই লাইব্রেরি পদ্ধতির গোড়াপত্তনের ধারক ও বাহক বলে মনে করা হয়। মজার ব্যাপার হলো, এই রাজাদের মধ্যে রাজ্য নিয়ে একে অন্যের সাথে ঝগড়া-বিবাদ থাকলেও জ্ঞান বিনিময়ের ক্ষেত্রে তেমন কোন মতানৈক্য ছিল না। আসলে Library-এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো পাঠাগার, যা শুনলেই এর গ্রীণ রুমে কি আছে তা সহজেই অনুমেয়। এই ইংরেজী Library শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Librarium থেকে, যার ইংরেজী অর্থ Book-case, আর এর আদি ল্যাটিন শব্দ হলো- Liber ইংরেজীতে Book, বাংলায় বই এবং এর পথ ধরে নানা ধরনের বই রাখা ও পড়ার স্থান হলো পাঠাগার (পাঠ+আগার) বা গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি।

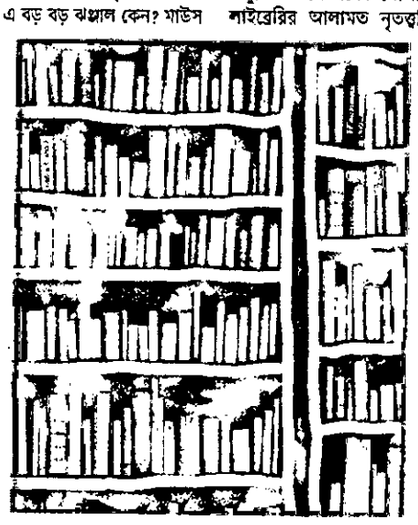

এদিকে তখনকার বই বলতে কিন্তু এখনকার মতো ঝকঝকে ও তকতকে সুন্দর বাঁধাই করা ফিনে ফিনে কাগজের বই নয়। কেননা তখন তো কাগজ আবিষ্কৃত হয়নি। কাগজ তো আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক পরে। তাহলে তখন বই কেমন ছিল সে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, আমরা যদি কোন কাঠি দিয়ে কাঁদা মাটিতে চাপ দিয়ে টান দেই, তাহলে অগভীর দাগের সৃষ্টি হয়। আর সেই সূত্র ধরে বহনযোগ্য বড় বড় কাঁদা মাটি ফলকের (Plate) উপর লোহার শিক দিয়ে লেখা হতো। এখানে প্রকারান্তরে কথাটি এই দাঁড়ায় বর্তমান কাগজ হলো সেই প্রাচীনকালের কাঁদা মাটির ফলক এবং ছোট ছোট লোহার শিক হলো আজকের দিনের কলমের প্রাচীন রূপ। তৎপর লিখিত কাঁচা ফলকগুলো রৌদ্রে শুকিয়ে কুমারের হাড়ি পাতিলের ন্যায় আগুনে পুড়িয়ে পাকা করা হতো। আবার একটি বই হতো কতগুলো ফলক মিলে। তবে একটি বইয়ের বিষয়ভিত্তিক পরিসর বেশি বড় করা যেতো না। কেননা সাবজেকট ম্যাটারের পরিধি অধিক হলে স্বভাবতই ফলক বেশি প্রয়োজন পড়তো বিধায় ওজন বেড়ে গেলে একজনের পক্ষে বহনযোগ্য থাকতো না। যাহোক, তখন এই ফলক সম্বলিত বইগুলো রাজাপ্রসাদ সংলগ্ন বা মন্দিরের পাশে স্থাপিত লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা হতো। তখন অবশ্য সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। এর স্বপক্ষে কিছুদিন আগে অনেক খোঁজাখুঁজির পর এ ধরনের একটি লাইব্রেরির আলামত নৃতত্ত্ববিদগণ পেয়েছেন মিশরের আলেজান্দ্রিয়াতে। এখানে নাকি প্রায় একশো বিশটি বিভাগ সম্বলিত হাজার হাজার বই ছিল।

তৎপর চামড়া, গাছের পাতা, বিশেষ করে তালপাতা ও প্যাপিরাস পাতা এবং ভূর্জপত্রে লিখিত বইয়ের প্রচলন হলেও, সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়। এর মধ্যে শত শত বছর পাড় হয়ে যায় এবং রোমান সভ্যতার বিকাশ হলে সেখানে লাইব্রেরির পদ্ধতি সংযোজিত হয়। আর সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত লাইব্রেরি প্রথাটি প্রচলন হয় সর্বপ্রথম এই রোমে। এদিকে প্রাচীন ভারতের নালন্দা ও তক্ষশীলায় স্থাপিত দুটো বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন লাইব্রেরির ব্যাপারে অনেকেই অবহিত আছেন। এর মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রবর্তিত হলে মিশনারীজের মাধ্যমে ধর্মের ধ্যান-ধারণা প্রচারের জন্য বই অত্যাবশ্যকীয় পড়ে। আর সেই কারণে গীর্জা সংলগ্ন লাইব্রেরি গড়ে উঠে, যে প্রথা এখনও চালু আছে। এরপর কাগজ তৈরি ও মুদ্রণ শিল্প আবিষ্কৃত হলে, এক্ষেত্রে বলতে গেলে রেঁনেসা শুরু হয়। অতপর সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের লাইব্রেরি একের পর এক হতে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, এখন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লাইব্রেরি ছাড়া ভাবাই যায় না। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, উপাশনালয়, ক্লাব প্রভৃতি স্থানে লাইব্রেরি বহাল তবিয়তে জায়গা করে নিয়েছে। বর্তমানে যদিও ইন্টারনেট সিস্টেমে এর উপযোগিতার ক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে মেটানো হয়। তবে বর্তমানের লাইব্রেরি পদ্ধতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে চিরকাল থেকে যাবে বলে প্রতীয়মান হয়। এখন এই বিশ্বে কত লাইব্রেরি আছে, তা বলা সুকঠিন। তবে এক্ষেত্রে প্রখ্যাত প্রাচীন লাইব্রেরির মধ্যে যে নামটি উঠে আসে তাহলো সেকেন্দ্রার লাইব্রেরি (মিশর) আর আধুনিক কালের লাইব্রেরির মধ্যে বৃটিশ মিউজিয়াম (লন্ডন), ভ্যাটিকান লাইব্রেরি (রোম), বিলিলিওথিক ন্যাশনাল লাইব্রেরি (ফ্রান্স) ইত্যাদি।

● লেখক : গবেষক